প্রাথমিকে কর্মঘণ্টা বৃদ্ধি

প্রকাশিত: ২১:১৬, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বীজতলা। কোমলমতি শিশুদের কলকাকলিতে মুখরিত হওয়ার কথা বিদ্যালয় অঙ্গন। তাদের প্রাণচাঞ্চল্যতায় সজীব প্রাণ, সতেজ থাকবে শ্রেণীকক্ষগুলো। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ স্কুলের পারিপার্শিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ শিশুবান্ধব নয়। সংবাদপত্র ও ভিজুয়াল মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মফস্বলের স্কুলগুলো কোথাও গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষকদের একটি বড় অংশই অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন না নিয়মিত। সরকার নির্ধারিত সময়ে স্কুলে আসছেন না। এলেও ঠিকমতো থাকছেন না। নাম মাত্র অর্থে গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবকদের দিয়ে প্রক্সি ক্লাস নেওয়াচ্ছেন। মাসের পর মাস স্কুলে না গিয়ে উপজেলা শিক্ষাকর্তাকে খুশি করে তুলে নিচ্ছেন বেতন। এরপরও সরকার নির্ধারিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মঘণ্টা কমানোর দাবি শিক্ষক নেতাদের, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। মানুষ গড়ার মহান কারিগরদের নৈতিক মান আরও উন্নত হতে হবে। তাদের হাতেই তৈরি হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইমারত। প্রাথমিক ৎ শিক্ষার মানোন্নয়নে পরামর্শক কমিটি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিদ্যালয়ের কর্মঘণ্টা বাড়ানোসহ একটি সার্বিক সুপারিশপত্র জমা দেবে।

দেশের ৮০ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই শিফটে চলে। পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় দেশের প্রাথমিকের শিখন ঘণ্টা অনেক কম। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গাছ তখনই ভালো ফল দেবে, যখন পর্যাপ্ত আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান পাবে।

প্রাথমিকের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, যথাযথ উচ্চতর উন্নত প্রশিক্ষণ, কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পদক ও পুরস্কার প্রদান এবং এর ওপর ভিত্তি করে পদোন্নতি ও পদায়ন প্রত্যাশিত। প্রাথমিকে কোনোভাবেই শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়া কাম্য নয়। প্রয়োজনে দুপুরে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে নজর রাখতে হবে, শিশুদের এ অধিকার কোনো স্বার্থান্বেষী মহল যেন খর্ব করতে না পারে। দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রাথমিকে শিশুবান্ধব ৎ শিক্ষা উন্নয়নে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করবেন স্থানীয় ডিসি, ইউএনওগণ। আমরা আর দেখতে চাই না প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষ গরু-শেয়াল-কুকুরের অভয়াশ্রম হিসেবে। শিশুবান্ধব পরিবেশ সুরক্ষায় প্রাথমিকে শিক্ষা কর্মঘণ্টা আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য তাতেও উন্নত দুনিয়ার বাস্তবতার সঙ্গে দেশীয় বাস্তবতার খুব একটা সমতা হবে না। তবু উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শিক্ষা কর্মকৌশল প্রণয়ন করা গেলে